সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৩৮
WEEKLY BOOKLET:338

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত
আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه
এর বাণী সমূহের লিখিত পুষ্পধারা

# সদকার
# ব্যাপারে ২৫টি প্রশ্নোত্তর


সদকা দেয়ার মাধ্যমে সম্পদ কিভাবে বৃদ্ধি পায়? ০৫
পরিবারের সদকার মাল ব্যবহার কেমন? ১৪
সন্তান ও মুরুব্বিদের নিয়তে উৎসর্গিত সদকা করা কেমন? ০৭
আকিকা করার পরিবর্তে সদকা করা কেমন? ২১





উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট সদকার ব্যাপারে ২৫টি প্রশ্নোত্তর

**খলীফায়ে আত্তারের দোয়া:** হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ **"আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট সদকার ব্যাপারে ২৫টি প্রশ্নোত্তর"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তার হালাল রিযিকে বরকত দান করো এবং তাকে আল্লাহর পথে সদকা করার তাওফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## দরূদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না, তিন ধরনের ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আরশে ছায়ায় থাকবে। আরয করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! তারা কারা? ইরশাদ করলেন: (১) ঐ ব্যক্তি, যে আমার উম্মতের পেরেশানী দূর করবে (২) আমার সুন্নাতকে জীবিত করবে (৩) আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। **(আল বাদুরুস সাফিরা, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

**প্রশ্ন: সদকা ও খয়রাত কবুলিয়তের মানদণ্ড কি?**

**উত্তর:** একনিষ্ঠতার সহিত যেই আমল করা হয় আল্লাহ পাকের রহমতে তা কবুলিয়তের আশা খুব বেশি থাকে, আর যদি একনিষ্ঠতা না থাকে তবে সেটা রহিত, তাতে কবুলিয়ত নেই। (নাসায়ি, ৫১০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১৩৭) যেমন; মানুষকে দেখানোর জন্য কেউ টাকা দিলো তবে তাতে সাওয়াবের আশা নেই। এখানে অবস্থা এমন যে, সাধারণত মানুষকে দেখানোর জন্যই টাকা দেয়া হয়ে থাকে, যদি মানুষ না দেখে তবে তাদের শোনানো হয় যে "আমি এটা এটা করেছি আর এতো এতো দিয়েছি।" যদি শোনানোতে এই নিয়্যত থাকে যে, সম্বোধিতরাও উৎসাহ পাবে তবে এই নিয়্যত ভালো আর এর জন্যও সাওয়াব পাবে। (ইহইয়াউল ইলুম, ৩/৩৯০। ইহয়াউল উলুম (অনুবাদকৃত), ৩/৯৪০) কিন্তু শুধুমাত্র এই নিয়্যতে বলা যে, আমাকে দানশীল বলুক, উদার বলুক তবে এটি লৌকিকতা, এতে সাওয়াবের আশা করা যায় না। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২৩/৬২৫) "اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ (বুখারী, ১/৫, হাদীস: ১) (অর্থাৎ প্রত্যেক আমল তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল)।" একেবারে নগন্য আমল যা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য করা হয় আর যাতে অন্য কারো অন্তর্ভূক্তি নেই তবে এতে সাওয়াবের আশা করা যেতে পারে। একনিষ্ঠতার আরো অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ১/৪৮৬) অবশ্য যদি কোন কাজে অন্য কারো আমল প্রবেশ করাটা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যও অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায় তবে ঠিক আছে, যেমন; এক বান্দাকে আমি এজন্য সাহায্য করেছি, যাতে তার মন খুশি হয় আর এর দ্বারা আমি সাওয়াব পাই তবে এটাও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিমূলক কাজ হয়ে গেলো, অথচ এটার মধ্যে বান্দার সন্তুষ্টিও



www.dawateislami.net

অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, কিন্তু সেই বান্দার সন্তুষ্টি দ্বারা আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করা, এজন্য এটাও ইবাদত হয়ে গেলো।

**(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৫/২৩৪)**

**প্রশ্ন: যেহেতু মানুষের বয়স নির্ধারিত, তবে সদকা দেয়ার মাধ্যমে হায়াত কিভাবে বৃদ্ধি পাবে?**

**উত্তর:** আল্লাহ পাকের ইলমে রয়েছে যে, কতো বছর বয়সে বান্দা মারা যাবে। তার বয়স বৃদ্ধি হতে হলে তবে এমন মাধ্যম হয়ে গেলো যে, তার বয়স বেড়ে যাবে, এসবকিছু আল্লাহ পাকের কুদরতি ব্যবস্থাপনা। কিন্তু আল্লাহ পাকের ইলমে হওয়ার বা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, বান্দা সবকিছু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে, রোগাক্রান্ত হলে তবে চিকিৎসা করাবে না আর এটা চিন্তা করবে যে সুস্থতা (নসিবে) থাকলে তবে সুস্থ হয়ে যাবে, মূলত তো আরোগ্য আল্লাহ পাকই দিয়ে থাকেন, ঔষধ খাওয়ার কী প্রয়োজন? স্পষ্টতই কোন ব্যক্তিই এ কথা শোনে ঔষধ খাওয়া ছেড়ে দিবে না, সকলেই খাবে। হ্যাঁ! কিতাবে ভরসাকারীদের একটি দলের ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে, যারা চিকিৎসা করাতো না আর আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করতো।[১] হতে পারে এমন লোক এখনো আছে, তবে আটায় লবণের সমানই হবে। যাইহোক! রেওয়াতে বিভিন্ন আমলের বরকত বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিভাবে বয়স বৃদ্ধি পেয়ে থাকে আর

১. হযরত সাহল তুস্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি রোগ ছিলো যে, যদি তা অন্য কারো হয়ে যেতো তবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চিকিৎসা করাতেন, কিন্তু নিজের চিকিৎসা করাতেন না। তাঁকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন: হে বন্ধু! ضَرْبُ الحَبِيبِ لَا يُوْجَعُ অর্থাৎ মাহবুবের প্রহার ব্যাথা দেয় না। **(ইহইয়াউল উলুম, ৫/৬৮)**



www.dawateislami.net

কিভাবে রিযিক বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। যেমনটি বাহারে শরীয়ত ৩য় খন্ডের ৫৬০ পৃষ্ঠায় মাসআলা নাম্বার ৬: হাদীসে পাকে এসেছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে সদাচারণ করাতে বয়স বৃদ্ধি ও রিযিকে প্রশস্ততা হয়ে থাকে। (বুখারী, ৪/৯৭, হাদীস: ৫৯৮৫) কিছু ওলামা এই হাদীসটিকে বাহ্যিকের সহিত ব্যাখ্যা করেছেন অর্থাৎ এখানে কাযা মুয়াল্লাক উদ্দেশ্য, কেননা কাযা মুবরাম পরিবর্তন হতে পারে না। আর কিছু ওলামা বলেছেন যে, বয়স বৃদ্ধি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মৃত্যুর পরও তার সাওয়াব লেখা হয়ে থাকে, যেনো সে এখনো জীবিত বা এটাই উদ্দেশ্য যে, মৃত্যুর পরও তার কল্যাণময় আলোচনা মানুষের মাঝে অবশিষ্ট থাকে।

(রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৮-৬৭৯) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৫/২৪৫)

**প্রশ্ন: সদকা ও খয়রাতের মধ্যে পার্থক্য কি?**

**উত্তর:** সদকা আরবি ভাষার শব্দ, আমাদের ভাষায় সদকা করাকে খয়রাত বলা হয়। আর আরবিতে খয়রাত "خير" এর বহুবচন, যার অর্থ হলো কল্যাণ। অবশ্য আামদের ভাষায় আর্থিক সাহায্য করাকে খয়রাত বলা হয়, যেমন; যখন ফকীরকে টাকা দেয়া হয় তখন একেই খয়রাত বলা হয়। যাকাতও এই দৃষ্টিকোণ থেকে খয়রাত হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/৩১৭)

**প্রশ্ন: সদকা কাকে বলে?**

**উত্তর:** সদকার ব্যাপারে অনেকে এটা মনে করে যে, কালো ছাগল বা কালো মুরগির উপর হাত বুলিয়ে অথবা যেকোন জিনিস সাতবার মাথার উপর ঘুরিয়ে দেয়া হলো তবে তাই সদকা। এভাবে কোন



www.dawateislami.net

জিনিস দেয়া সদকার পাশাপাশি রক্ষা করাও বটে। মূলত প্রত্যেক ঐ জিনিস, যা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্ট অর্জন করার জন্য তাঁর পথে দেয়া হয়, কোন গরীবকে সাহায্য করা বা চাঁদা স্বরূপ দেয়া হয়, তা সবই সদকা। (কিতাবুত তা'রিফাত, ৯৫ পৃষ্ঠা) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/৩৯০)

**প্রশ্ন: অনেকে মাংস বা জীবিত মুরগি নিজের উপর ঘুরিয়ে জঙ্গলে নিক্ষেপ করে থাকে আর বলে যে, পেছনে দেখা যাবেনা, এটা কি ঠিক?**

**উত্তর:** সদকার অনেক প্রকার রয়েছে, ফরয সদকা, যেমন; যাকাত, ওয়াজিব সদকা, যেমন; ফিতরা ও অন্যান্য ওয়াজিব সদকা। নফলী সদকা, যেমন; কোন গরীবকে সাওয়াবের নিয়্যতের টাকা দেয়া, যাকে আমাদের ভাষায় খয়রাত বলা হয়, এটাও সদকাই। এছাড়াও সদকার আরো অনেক প্রকার রয়েছে, যেমন; প্রাণের সদকা দেয়া ইত্যাদি। যদি প্রাণের সদকা দিতে হয় তবে ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা শরীফে রয়েছে যে, প্রাণের বদলে এভাবে প্রাণের সদকা দেয়া যে, হালাল প্রাণী জবাই করে দিয়ে দেয়া। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২৪/১৮৬) সুতরাং প্রাণের সদকা দেয়ার জন্য ছাগল বা মুরগি জবাই করে দেয়া উত্তম আর জীবিত দেয়াতেও কোন ক্ষতি নেই। অনুরূপভাবে টাকা, কাপড় ও খাদ্যশস্য ইত্যাদি জিনিসও সদকা হিসেবে দেয়া যাবে। প্রশ্নে সদকার যে প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে তা বাবা ছদ্মবেশি লোকদের প্রতারণা হয়ে থাকে, এগুলো এড়িয়ে চলা উচিৎ। সদকা বের করার জন্য জীবিত মুরগি ছেড়ে দেয়া বা ছাগলের মাথা বা পা কবরস্থানের চৌরাস্তায় দাফন করা হলো সম্পদ নষ্ট করা আর এমন সদকা যাতে সম্পদ নষ্ট করা হয়ে থাকে তা হারাম। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২০/৪৫৫)



www.dawateislami.net

বাকী রইলো পেছনে ফিরে না তাকানো, তো আমার মনে হচ্ছে যে, এটা বাবা লোকেরা প্রভাব (Impression) বিস্তারের জন্য বলে থাকে যে, মুরগি নিক্ষেপ করবে আর পেছনে ফিরে দেখবে না। তাছাড়া এটাও হতে পারে যে, বাবাজী এমন জায়গায় মুরগ বা ছাগল ছাড়তে বলছে, যেখানে আগে থেকেই বাবার লোক উপস্থিত রয়েছে, যখনই ছাগল বা মুরগ ছেড়ে দেয়া হবে সে তা ধরে নিয়ে যাবে, সুতরাং বাবা এই ভয়ে যে, যদি মুরগ বা ছাগল ছেড়ে দেয়া লোক পেছনে ফিরে দেখে নেয়, তবে আমার ধান্দা বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য সদকা প্রদানকারীকে এটা বলে ভীতসন্ত্রস্ত করে দেয় যে, পেছনে ফিরে দেখবে না আর যদি দেখার কারণে কিছু হয়ে যায় তাহলে আমাকে বলবে না।

অনেক সময় "পেছনে ফিরে দেখবে না" প্রবাদ হিসেবেও ব্যবহার হয়ে থাকে, যেমন এভাবে বলা হয় যে, "আল্লাহর পথে দিয়েছো তো ফিরে দেখো না" এরদ্বারা এটাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে, আল্লাহর পথে দেয়ার পর এই আশা করো না যে, আমি যেনো আবার পেয়ে যাই অথবা আমি পুনরায় নিয়ে নিই ইত্যাদি। যাইহোক বাবাজী যে বলে "পেছনে দেখো না" এতে তাদের কি উদ্দেশ্য আমি জানি না আর এই বিষয়ে যেসব কথা আমি বলেছি তা কথার সৌন্দর্যতা হিসেবে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১/২৪৯)

**প্রশ্ন: ঘরে থাকা সদকার টাকা কি ব্যবহার করা যাবে?**

**উত্তর:** নফল সদকার নিয়্যতে ঘরে টাকা রেখেছিলো যে, "এই টাকা আল্লাহর পথে ব্যয় করবো অথবা হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল



www.dawateislami.net

কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফাতিহা করবো" তো এহেন অবস্থায় সে স্বয়ং সেই টাকার মালিক, তার জন্য উত্তম হলো যেই নেক কাজের নিয়্যতে সেই টাকাগুলো রেখেছিলো তাতে ব্যয় করা, তবে যদি সেই টাকা নিজের কোন কাজে ব্যবহার করে তাতেও কোন অসুবিধা নেই।

(এই প্রসঙ্গে মুফতি হাস্‌সান সাহেব বলেন:) বর্তমান আমাদের ঘরে যেই সদকা বক্স থাকে যদি তাতে শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিগত টাকা থাকে তবে হোক তা নফল সদকা বা ওয়াজিব সদকা, উভয় অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত সদকা আদায় করেনি ততক্ষণ পর্যন্ত টাকা ব্যবহার করাতে কোন অসুবিধা নেই। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১০/৬২)

**প্রশ্ন: হালাল ও হারামের উপার্জন যদি মিক্স করে সদকা করা হয়, তবে কি তা কবুল হবে?**

**উত্তর:** হালাল হালালই আর হারাম হারামই। আল্লাহ পাক পবিত্র ও পবিত্র সম্পদই কবুল করে থাকেন।[১] হারাম সম্পদ তো কারো থেকে আত্মসাৎ করে নেয়া বা ঘুষের হয়ে থাকে সুতরাং যার থেকে এই

১. হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে (ব্যক্তি) হালাল উপার্জন থেকে খেজুরের সমপরিমাণ সদকা করলো আর আল্লাহ পাক শুধুমাত্র হালালই কবুল করে থাকেন, তবে আল্লাহ পাক তাকে ডান হাতে কবুল করেন (অর্থাৎ সন্তুষ্ট হয়ে যান) অতঃপর সদকা প্রদানকারীর জন্য এমন তদারকি করেন যেমনিভাবে তোমরা নিজের কোন সন্তানকে লালন পালন করে থাকো, এমনকি সেই সদকা পাহাড়ের সমপরিমাণ হয়ে যায়। (ইবনে হাব্বান, ৫/১৩৪, হাদীস: ৩৩০৮) হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে হারাম সম্পদ জমা করলো অতঃপর তা থেকে সদকা করলো তবে তার জন্য কোন প্রতিদান নেই আর তার আযাব এর উপরই হবে। (সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৪/১৪১, হাদীস: ৭২৪০)



www.dawateislami.net

সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়েছে তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া আবশ্যক। যার থেকে নিয়েছে যদি সে মারা যায় তবে তার উত্তরসূরীদের দেয়া আবশ্যক হবে। যদি তার কোন উত্তরসূরী না পায় অথবা যার থেকে নিয়েছিলো সে হারিয়ে যায় বা জানেই না যে, কার থেকে নিয়েছিলো তবে এখন সেই সম্পদ সদকা করা জরুরী। অনুরূপভাবে কারো থেকে সুদ নিয়েছিলো তবে তাও কোন শরয়ী ফকিরকে সদকা করে দিবে, কেননা সুদও অকাট্য হারাম, কিন্তু এতে জরুরী নয় যে, যার থেকে নিয়েছিলো তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে বরং যার থেকে নিয়েছে তাকে ফিরিয়ে দেয়া উত্তম। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২৩/৫৫১-৫৫২)

## হারাম মাল সদকা করে সাওয়াবের নিয়্যতও করতে পারবে না

মনে রাখবেন! হারাম সম্পদ সদকা করে সাওয়াবের নিয়্যত করা যাবে না, অবশ্য যে শরীয়তের বিধানের উপর আমল করেছে অর্থাৎ শরীয়ত হারাম সম্পদ ফিরিয়ে দেয়াকে বা ফকীরকে সদকা করার নির্দেশ দিয়েছে, এই বিধানের উপর আমল করার কারণে সাওয়াবের আশা রয়েছে কিন্তু যেই সম্পদ সে দিয়েছে, সেটার উপর কোন সাওয়াবের নিয়্যত করা যাবে না। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ১৯/৬৫৮) অনেকে সুদের টাকা সাওয়াবের নিয়্যত ছাড়া প্রশ্রাবখানা নির্মাণ কাজে লাগিয়ে থাকে, এটাও জায়িয নেই।[১]

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১০/১৬৯)

---

১. আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ ও সুদের টাকা দিয়ে মসজিদের কোন কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, যার উত্তরে তিনি বলেন: যেই সম্পদ অকাট্য হারাম, তা এসব কাজের (অর্থাৎ মসজিদ নির্মাণ ও সম্প্রসারণের) জন্য নেয়া হারাম, আর যার ব্যাপারে এটা জানা থাকে না যে, এই নির্দিষ্ট সম্পদ হারাম, তবে এই (হারাম) নেয়াতে কোন সমস্যা নেই, وَاللهُ اَعْلَمُ। ☛



www.dawateislami.net

**প্রশ্ন: সদকা কিভাবে করবে যা দ্বারা রোগব্যাধি দূরীভূত হবে?**

**উত্তর:** আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন; প্রাণের সদকা প্রাণী, যেমন; ছাগল বা মুরগি ইত্যাদি জবাই করে দেয়া উত্তম। যেমন; ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যায় রয়েছে: "শিরনী (অর্থাৎ মিষ্টান্ন) অথবা ফকিরদের খাবার খাওয়ানো হলে তবে তা সদকা আর নিকটাত্মীয়দের খাওয়ানো হলে তো তা সম্পর্ক বজায় রাখা (অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে সদাচারণ হবে) এবং বন্ধুদেরকে (খাওয়ানো) হলে তবে তা দাওয়াত হবে। আর এই তিনটি বিষয় (অর্থাৎ ফকিরদের খাওয়ানো, আত্মীয়দের খাওয়ানো ও বন্ধুদের খাওয়ানো) রহমত অবতীর্ণ হওয়া ও বালা-মুসিবত দূর হওয়ার কারণ। (আরো বলেন:) একই অবস্থা ছাগল জবাই করে খাওয়ানোর ক্ষেত্রেও। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে সাব্যস্ত হয় যে, প্রাণের সদকা দেয়া বেশি উপকারী (অর্থাৎ ছাগল জবাই করে খাওয়ানো হলে তবে বেশি উপকারী আর বিপদ দ্রুত দূরীভূত হয়)।" (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২৪/১৮৫-১৮৬) অবশ্য এটা জরুরী নয় যে, স্বয়ং রোগী নিজেই জবাই করবে,

---

☚ (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ১৬/৪২৭) তাছাড়া মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান, মুফতী ওয়াকার উদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সুদের টাকা থেকে মুক্তি পাওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: সুদের টাকা কোন গরীব অভাবীকে, যে যাকাত নেয়ার উপযুক্ত, তাকে মালিক বানিয়ে দিবে আর এই কাজে সাওয়াবের নিয়্যত রাখবে না, কেননা হারাম সম্পদ সাওয়াবের মাধ্যম হতে পারে না, বরং এই নিয়্যত করবে যে, আমার সম্পদের সাথে যেই আবর্জনা সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিলো, তা বের করে আমার সম্পদ পবিত্র করছি। সুদের এই টাকাগুলো এমন কোন কাজে ব্যয় করতে পারবে না, যেখানে কোন মালিক থাকে না, যেমন; মসজিদ, মাদরাসা, কূপ ও রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণ কাজে ব্যয় করা বরং ব্যক্তির মালিকানায় দেয়া জরুরী। وَاللهُ اَعْلَم (ওয়াকারুল ফাতাওয়া, ১/২৪৩)



www.dawateislami.net

বরং যাকে পশু দিবে তাকেও বলে দেয়া যেতে পারে যে, সে যেনো পশুটাকে জবাই করে দেয়। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১০/৪৬৪)

**প্রশ্ন: মাদানী দানবক্সে কি গেয়ারভী শরীফের নিয়্যতে টাকা দিতে পারবে?**

**উত্তর:** জি হ্যাঁ! মাদানী দানবক্সে গেয়ারভী শরীফ অর্থাৎ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইসালে সাওয়াবের নিয়্যতে টাকা দিতে পারবে বরং গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইসালে সাওয়াবের নিয়্যতে টাকা দিলে তো সাওয়াব বেড়ে যাবে। অবশ্য এতে যাকাতের টাকা দিতে পারবে না। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১/৪৩২)

**প্রশ্ন: বৃক্ষ লাগানোরও কি ফযিলত রয়েছে?**[১]

**উত্তর:** জি হ্যাঁ! হাদীসে মুবারকায় বৃক্ষ রোপনের ফযিলতও বর্ণিত হয়েছে। বৃক্ষ রোপনের ফযিলত সম্বলিত রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী লক্ষ্য করুন: (১) যেই মুসলমান গাছ লাগালো বা ফসল বপন করলো, অতঃপর তা থেকে যা পাখি বা মানুষ অথবা চতুষ্পদ প্রাণীরা খেলো তবে তা তার পক্ষ থেকে সদকা হিসেবে গণ্য হবে। (বুখারী, ২/৮৫, হাদীস: ২৩২০) (২) যে (ব্যক্তি) কোন গাছ লাগালো আর এর পরিচর্যা করলো এবং দেখাশোনার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করলো, এমনকি তা ফল দিতে লাগলো, তবে তা থেকে আহারকৃত প্রতিটি ফল আল্লাহ পাকের নিকট তার (রোপনকারীর) জন্য সদকা স্বরূপ। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৫/৫৭৪, হাদীস: ১৬৫৮৬) (৩) যে ব্যক্তি কোন অত্যাচার ও নীপিড়ন ব্যতীত কোন ঘর বানালো বা অত্যাচার ও নীপিড়ন ব্যতীত

১. এই প্রশ্নটি আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ থেকে করা হয়েছে আর এর উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদান করেছেন।



www.dawateislami.net

কোন গাছ লাগালো, যতক্ষণ আল্লাহ পাকের সৃষ্টির মধ্য হতে কোন একজনও তা থেকে উপকৃত হতে থাকবে, তবে সে (রোপনকারী) সাওয়াব পেতে থাকবে।

**(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৫/৩০৯, হাদীস: ১৫৬১৫) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১/১০১)**

**প্রশ্ন: মসজিদ নির্মাণের ফযিলত কী?**

**উত্তর:** মসজিদ নির্মাণ করা সদকায়ে জারীয়া। মসজিদ নির্মাণকারীকে জান্নাতে আলীশান প্রাসাদ দান করা হবে।[১] মসজিদ নির্মাণকারীর অর্জিত সাওয়াবের অনুমান করা যাবে না, কেননা মসজিদ কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই থাকবে আর যে মসজিদ নির্মাণ করবে, সে কিয়ামত পর্যন্ত এর সাওয়াব পেতে থাকবে। সুতরাং যারা সামর্থবান তাদের উচিৎ যে, জীবনে কমপক্ষে একটি মসজিদ অবশ্যই নির্মাণ করা, যা তাদের জন্য সদকায়ে জারীয়া হতে পারে। মসজিদ নির্মাণের জন্য এটা জরুরী নয় যে, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে খুবই সুন্দর সাজ-সজ্জা সহকারে মসজিদ নির্মাণ করতে হবে বরং কয়েক লাখ টাকা দিয়েও মসজিদ নির্মাণ করা যায়। কিছু এলাকায় জমির দাম অনেক কম হয়ে থাকে আর অনেক এলাকায় খুব বেশি, তো যার যতটুকু সম্ভব সে সেই অনুযায়ী জমি কিনে মসজিদ নির্মাণ করুন।

মসজিদ এমন জায়গায় নির্মাণ করা উচিৎ, যেখানে জনবসতী রয়েছে, জঙ্গল বা মরুভূমিতে মসজিদ নির্মাণ জায়িয নেই। এমনকি

১. নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করলো, তবে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতে প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। **(মুসলিম, ২১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৯০)**



www.dawateislami.net

যদি কেউ জঙ্গল, মরুভূমি বা কোন জনশূণ্য এলাকায় মসজিদ নির্মাণ করে তবে সেখানে মসজিদের নিয়্যত করা সত্ত্বেও তা মসজিদ হবে না।[১] তাছাড়া তাতে ব্যয় হওয়া প্রতিটি টাকাও নষ্ট হয়ে যাবে এবং জনবসতী না থাকার কারণে সেই দালানটি পশুদের ঠিকানা হতে পারে। হ্যাঁ! যদি কোন এমন এলাকায় মসজিদ নির্মাণ করা হয় যেখানে মসজিদ নির্মাণের সময় জনবসতী ছিলো কিন্তু পরবর্তীতে সেই এলাকা জনশূণ্য হয়ে গেছে তবে ঐ জায়গাটি মসজিদ হিসেবেই থাকবে কেননা যখন কোন জায়গা মসজিদের নিয়্যত করে নেয়া হয় তখন তা কিয়ামত পর্যন্তের জন্য মসজিদ হয়ে যায়।

**(বাহারে শরীয়ত, ২/৫৬১, ১০ম অংশ) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১/১৮২)**

**প্রশ্নঃ সদকা গোপনে দেয়া উত্তম কিন্তু অনেক সময় ভরা সমাবেশে বলা হয় যে, আপনারা নিয়্যত করে নিন বা কেউ ঘোষণা করে দিন, তবে তখন আমাদের কি করা উচিৎ?**

**উত্তরঃ** সদকা দেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কখনো গোপনে দেয়া উত্তম আবার কখনো সকলের সামনে দেয়া উত্তম। اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ প্রত্যেক আমল তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। (বুখারী, ১/৫, হাদীসঃ ১) সদকা গোপনে দেয়ার নিজস্ব ফযিলত রয়েছে, কেননা গোপনে সদকা দেয়া আল্লাহ পাকের গজবকে প্রশমিত করে। (তিরমিযী, ২/১৪৬, হাদীসঃ ৬৬৪) অনুরূপভাবে প্রকাশ্যে সদকা দেয়ারও নিজস্ব ফযিলত রয়েছে, যেমন; যদি কেউ সকলের সামনে এজন্য সদকা দিলো যে,

১. কোন ব্যক্তি জঙ্গল বা মরুভূমিতে মসজিদ নির্মাণ করলো, যেখানে কোন বসতী নেই আর মানুষের যাতায়াতও সেদিকে কম তবে তা মসজিদ হবে না, কেননা ঐ জায়গায় মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন নেই। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩২০)



www.dawateislami.net

অন্যদেরও উৎসাহ হবে, অন্যদেরও দেয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে তবে স্পষ্ট যে, এটি সাওয়াবের কাজ। হ্যাঁ যদি কেউ সদকা এজন্যই প্রকাশ্যে দিলো যে, মানুষ আমাকে দানশীল বা উদার মনে করবে, তবে সে ভুল কাজ করলো, কেননা ইবাদত দ্বারা কারো অন্তরে নিজের সম্মান স্থাপনকারী হলো রিয়াকারী আর জাহান্নামের উপযুক্ত। প্রত্যেকেই নিজের নিয়্যতের ব্যাপারে ভেবে দেখুন যে, কোন নিয়্যতে প্রকাশ্যে দান সদকা করছেন। মনে রাখবেন! সদকার জন্য না তো এমন কালো ছাগল দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে যার একটি পশমও সাদা না থাকে আর না কালো মুরগি মাথার উপর ঘুরিয়ে দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে বরং যাই আল্লাহ পাকের পথে দেয়া হয়, তাই সদকা। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১/৪০১)

**প্রশ্ন: সদকা দেয়া মানে আল্লাহ পাককে ঋণ দেয়ার মতো, এমনটি বলা কেমন?**

**উত্তর:** (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পাশে বসা মুফতী সাহেব বলেন:) কুরআনে পাকে রয়েছে:

وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ

(পারা: ২৯, সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত ২০)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "আর আল্লাহকে উত্তম কর্জ দাও।"

এর তাফসীর হলো আল্লাহ পাকের পথে ব্যয় করা, এটি ঋণের মধ্যেই পড়ে। (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) এটা আল্লাহ পাকের দয়া যে, তিনি নিজেই দেন আর তাঁর পথে ব্যয় করার সাওয়াব ও জান্নাতের অঙ্গিকার করেন। আমরা কাউকে কিছু দিলে তবে জানি না আমাদের মাথায় কি কি হতে থাকে? কিন্তু



www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের শান দেখুন যে, তাঁর অনুগ্রহের শান দ্বারা ধন্য করে থাকেন। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১/৪০৮)

**প্রশ্ন: পাখিদের সদকার মাংস খাওয়ানো কেমন?**

**উত্তর:** অনেকে চিল, কাককে সদকার নিয়্যতে মাংস খাইয়ে থাকে, এটি অমুসলিমদের রীতি।[১] (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/১৬৭)

**প্রশ্ন: কর্জে হাসানা কাকে বলে?**

**উত্তর:** কর্জে হাসানার ব্যাপারে আমাদের দেশে জনসাধারণের মাঝে এটা প্রচলিত যে, কর্জে হাসানা হলো যা কাউকে দিয়ে ভুলে যাওয়া, যদি ঋণ গ্রহিতা দিতে চায় তবে দিবে আর যদি দিতে না চায় তবে দিবে না, এটা কর্জে হাসানার সাধারণ সংজ্ঞা অথচ প্রত্যেক ঋণই কর্জে হাসানা অর্থাৎ ভালো ঋণ হয়ে থাকে, যা মুসলমানকে তাদের সেচ্চাসেবার নিয়্যতে দেয়া হয় আর সুদ তা থেকে পবিত্র। (এই প্রসঙ্গে মাদানী মুযাকারায় উপস্থিত মুফতী সাহেব বলেন:) কর্জে হাসানার একটি তাফসীর ওয়াজিব সদকা ব্যতীত নফল সদকার সাথেও করা হয়েছে। (তাফসীরে কবীর, পারা ২, সূরা বাকারা, ২৪৫নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৪৯৯) যেমন; নফল সদকা করা, নিজের মুহরিমের জন্য খরচ করা এবং যাদের ভরণপোষণ করা আবশ্যক তাদের জন্য খরচ করা

১. চিল, কাককে মাংস খাওয়ানোর ব্যাপারে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর নিকট কৃত প্রশ্নোত্তর লক্ষ্য করুন: প্রশ্ন: প্রায়ই দেখা গেছে যে, মানুষ ছাগল আনিয়ে আর তা ছেলে বা মেয়ের নামে জবাই করে কিছু মাংস চিল, কাককে খাইয়ে থাকে, আর কিছু ফকিরদের মাঝে বন্টন করে দেয়, এই কাজটি কতটুকু সঠিক? উত্তর: মিসকিনদেরকে দিন, চিল কাককে খাওয়ানোর কোন অর্থ নেই, এটা ভুল, আর কাকদের দাওয়াত দেয়াটা অমুসলিমদের রীতি। وَاللهُ اَعْلَم (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২০/৫৯০)



www.dawateislami.net

ইত্যাদি। অনেক ওলামার মতে; ঐ সকল সম্পদ, যা আল্লাহ পাকের পথে ব্যয় করা হয়, তাকে কর্জে হাসানা বলা হয়।

**(কানযুল উম্মাল, ২য় অংশ, ১/১৫৪, হাদীস: ৪২২০) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/২৩৯)**

**প্রশ্ন: যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে আর্থিকভাবে সহায়তা করে আর তারা দুইজন ব্যতীত তৃতীয় কোন ব্যক্তি তা না জানে, তবে একে কি গোপন সদকা বলা হবে অথবা গ্রহনকারীকেও না জানিয়ে দেয়া হলে তবে কি গোপন সদকা বলা হবে, যেমন; কোন অন্ধকে টাকা দেয়া হলো?**

**উত্তর:** আসলেই এটি একটি মাসআলা যে, গোপনের সংজ্ঞা কি আর কিভাবে দেয়াকে গোপন বলা হবে? একজনও জানলো না হয়তো নফস এটা পছন্দ করবে না, কাউকে না কাউকে তো বলেই দিবে, যেমন; বলবে যে, "আমাকে ইলইয়াসের হাতে টাকা দিতে হবে" এভাবে আমি জানতে পারবে যে, সে দুইলাখ টাকা দিয়েছে। অথবা কাউকে বলবে যে, আর কাউকে বলিও না যে, আমি এতো এতো টাকা দিবো। উদাহরণস্বরুপ আমার কাছে একলাখ টাকা উপহার হিসেবে এসেছে তো আমি আমার কাছের মানুষকে দিবো আর তাকে বলে দিবো যে, এটা ফয়যানে মদীনায় দিয়ে দাও আর আমার নাম বলো না কিন্তু এই অবস্থায় যাকে দিচ্ছি এতে তা থেকে গোপন থাকবে না। যদি এইভাবে বলা হয় যে, "এই টাকাগুলো ফয়যানে মদীনার দানবক্সে দিয়ে দিও বা কাফেলার খাতে জমা করে দিও" আর তাকে না বলা যে, এই টাকাগুলো কার পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে, তখন সে এটা মনে করবে যে, হয়তো এটা কেউ দিয়েছে, এইভাবে



www.dawateislami.net

কৌশলেও টাকা গোপনে দেয়া যেতে পারে। এভাবেই নিরবে নিজেই দানবক্সে টাকা দিয়ে দেয়া যায়।

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পাশে বসা মুফতী সাহেব বলেন:) গোপনে সদকা প্রদানকারীর কথা আরশের ছায়ায় জায়গা পাওয়ার হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তা এভাবে যে, ডান হাতে সদকা দেয়া যেনো বাম হাত না জানে যে, সে কি খরচ করেছে। গোপনের সাধারণত এই অর্থ হয় যে, অন্য কেউ যেনো না জানে কিন্তু যদি এমন কোন প্রয়োজনের সম্মুখিন হলো যে, বলতে হবে আর না বলা ব্যতীত কোন উপায় নেই, যেমন; টাকা কোন এমন ব্যক্তির নিকট পৌঁছাতে হবে, যেখানে সে নিজে যেতে পারবে না, তখন এমন ব্যক্তিকে দিয়ে দিবে, যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পৌঁছে দিবে আর তাকে বলে দিবে যে, সে যেনো না জানে যে, কে দিয়েছে, তবে আশা করা যায় যে, এটাও গোপন সদকার অন্তর্ভূক্ত হবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (প্রত্যেক আমল তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।) (বুখারী, ১/৫, হাদীস: ১) স্পষ্টই যদি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে যে, আমি একলাখ টাকা দিচ্ছি এবং তার লৌকিকতার নিয়্যত নেই তবে এটাও জায়িয, যদিওবা এই ঘোষণাকে গোপন বলা হবে না কিন্তু এতে সাওয়াব পাওয়ার আশা বিদ্যমান রয়েছে। যদি ঘোষণা এজন্য করছে যে, সে নিজে এমন ব্যক্তি, যাকে দেখে অন্যরাও উৎসাহিত হবে আর তারাও কিছু না কিছু টাকা আল্লাহর পথে দিবে আর লৌকিকতার উদ্দেশ্য নেই তখনোও কোন গুনাহ হবে না বরং সাওয়াবেরই আশা থাকবে।

**(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/২৪৬)**



www.dawateislami.net

**প্রশ্ন: যেমনিভাবে একনিষ্টতার অবস্থা ব্যক্তির ভিত্তিতে ভিন্ন হয়ে থাকে, তবে কি সদকা ইত্যাদি গোপন রাখার ভিত্তিতেও এই অবস্থা ভিন্ন হবে? যেমন; টাকা প্রদানকারী এরূপ হিলা করলো যে, প্রথমে কাউকে এই টাকা দিয়ে দিলো অতঃপর তার থেকে পুনরায় নিয়ে সদকার জন্য দিয়ে দিলো আর বললো যে, এই টাকা আমাকে কেউ দিয়েছে, অনুরূপভাবে যদি এরূপ করে নেয় যে, যাকে দিবে সে নামায পড়ছে তখন তার জুতার পাশে টাকা রেখে দিলো অথবা পায়ের কাছে রেখে দিলো কিংবা তার ঘরে দিয়ে আসলো, যেমনটি বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এরূপ আমল হতো।**

**উত্তর:** কিতাবে বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এরূপ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু বর্তমানে যদি কারো জুতার পাশে এভাবে কিছু রাখে তাহলে বেচারা চিন্তায় পড়ে যাবে যে, জানিন এটা কি? অনুরূপভাবে যদি কারো ঘরে দিয়ে আসলো আর সেই ঘরে কোন মেহমান আসলো তবে সে মনে করবে যে, এগুলো হয়তো মেহমানদের টাকা পড়ে গেছে আর একে লুকতা (পতিত সম্পদ) মনে করে বসবে। বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ব্যাপারে যা বর্ণিত রয়েছে যে, এসব লোক ঘরে যখন রেখে আসতো তখন হয়তো এর সাথে চিরকুটও লিখে দিতো, তাছাড়া কোন অন্ধকেও সদকা দেয়া যেতে পারে। যদি কেউ ফয়যানে মদীনায় দিতে চায়, তবে এখানে বিদ্যমান বিভিন্ন দানবক্সেও দিতে পারে। স্পষ্ট যে, যদি চুপচাপ কিছু টাকা দিয়ে দেয় তবে কেউ কিভাবে জানবে যে, ১০ টাকার নোট দিয়েছে নাকি এক হাজার (১০০০) টাকার, তো এভাবে চুপচাপ টাকা দেয়া যেতে



www.dawateislami.net

পারে। সাধারণত এমন হয় না, কমপক্ষে কারো না কারো হাতে সেই টাকা দিবে, যাতে সে যেনো জানতে পারে যে, এটা অমুক দিয়েছে। আসলেই রিয়াকারী ও লৌকিকতা এমনভাবে রন্দ্রে রন্দ্রে ছড়িয়ে পড়েছে যে, যতক্ষণ একজন না একজন জেনে যাবে না, মজাই আসে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে একনিষ্ঠতা নসিব করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/২৪৮)

**প্রশ্ন: নফল সদকা কাদেরকে দেয়া উচিৎ?**

**উত্তর:** কোন গরীব আত্মীয়কে দিয়ে দিন। যদি কোন সৈয়দ সাহেবকে দিতে চান তবে তাঁকেও দিতে পারেন, কেননা নফল সদকা তাঁদেরকে দেয়া যাবে। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ১০/৩০৯) যাদেরকে সদকা দিবেন তাদেরকে এটা বলা জরুরী নয় যে, এটা সদকা অথবা খয়রাত, কেননা হতে পারে তাদের ভালো লাগবে না। আপনি চাইলে তবে দা'ওয়াতে ইসলামীর সদকা বক্স অথবা লঙ্গরে রযবীয়ার বক্সেও নফল সদকা দিতে পারেন, কেননা আমাদের সারা বছরই এর প্রয়োজন হয়ে থাকে আর রমযানে তো সাহরি ও ইফতারের খাতে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। এই বিষয়টি মনে রাখবেন যে, সদকা বক্স বা লঙ্গরে রযবীয়ার খাতে যাকাতের টাকা দিবেন না, অন্যথায় আপনার যাকাত নষ্ট হয়ে যাবে। নিজের পকেট খরচ থেকে হালাল এবং পরিচ্ছন্ন টাকা নফল সদকায় প্রদান করুন, আল্লাহর পথে দেয়াতে সম্পদ বৃদ্ধি পায়, কমে না। চাইলে তবে নিজের উপার্জনের One Percent (অর্থাৎ শতকরা এক ভাগ) নফল সদকার জন্য নির্ধারণ করে নিন, আল্লাহ পাক তাওফিক দিলে তবে



www.dawateislami.net

শতকরার পরিমাণে আরো বাড়িয়ে নিন, কেননা যতই মধু ঢালবেন ততই মিষ্টি হবে। ইসলামী বোনদেরও উচিৎ যে, নিজের পকেট খরচ থেকে কিছু টাকা নির্ধারণ করে নফলী সদকা প্রদান করা, এর জন্য ঘরে সদকা বক্সও রাখা যেতে পারে।

**(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৪০১)**

**প্রশ্ন: সদকা করে মানুষকে বলা কেমন?**[১]

**উত্তর:** বুযুর্গানে দ্বীনেরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام গোপনে সদকা করতেন যাতে কেউ জানতে না পারে, বরং অনেক সময় যাকে সদকা দেয়া হচ্ছে সেও জানে না যে, আমাকে কে সদকা দিয়েছে। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ওফাতের পর এটা প্রকাশ হলো যে, তিনি অমুকের অমুকের ঘরের খরচ বহন করতেন আর রেশন পাঠাতেন, তাছাড়া সেই পরিবারগুলোও জানতো না যে, তাদেরকে দানকারী আর কেউ নয় বরং ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِیَ اللهُ عَنْهُই ছিলেন। **(ইবনে আসাকির, ৪১/৩৮৩)** অনুরূপভাবে "ইহইয়াউল উলুম" এ আরো বুযুর্গুদের ঘটনাও রয়েছে, যাঁরা যাকাত ও খয়রাত ইত্যাদি গোপনে গরীবদের নিকট পৌঁছে দিতেন আর তাদের ঘরে দিয়ে আসতেন। **(ইহইয়াউল উলুম, ১/২৯০। ইহইয়াউল উলুম (অনুবাদকৃত), ১/৬৫৬)** বর্তমানে তো অবস্থা এমন যে, নেকী করে কম আর ঢোল পেটায় বেশি, নেকী ছোট হয়ে থাকে কিন্তু তা অনেক বড় নেকী হিসেবে বর্ণনা করে, বরং এমনও হয়, যারা নেকী করেই না, কিন্তু নেকী ব্যতীতই লৌকিকতা করে।

**(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৫৭২)**

১. এই প্রশ্নটি আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ থেকে করা হয়েছে আর এর উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদান করেছেন।



www.dawateislami.net

**প্রশ্ন: বর্তমানে ঘরে সদকা ও খয়রাতের নামে যেসব ছাগল বা গরু ইত্যাদি জবাই করা হয়ে থাকে, সেগুলোর মাংস ঘরে ব্যবহার করতে পারবে নাকি পারবে না? নাকি কোন গরীবকে দিয়ে দিতে হবে?**

**উত্তর:** এগুলো সাধারণতঃ নফল সদকা হয়ে থাকে যে, সন্তান রোগাক্রান্ত হয়েছে তো তার পক্ষ থেকে সদকা করা হয়, এটা ভালো ও নেকীর কাজ। এর মাংস যদি গরীবদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয় তবে ভালো, কিন্তু যদি ধনীদের খাওয়ানো হয় বা নিজে খায় তবুও কোন গুনাহ হবে না। সাধারণতঃ সদকা তাকেই বলে, যা গরীবদের দেয়া হয়। হ্যাঁ! যদি ওয়াজিব সদকা হয় তবে তা শুধুমাত্র গরীবদের জন্যই হয়ে থাকে। **(বাহরুর রায়িক্ব, ২/৪২৭) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/২১৭)**

**প্রশ্ন: মিসকিনদের নিকট সদকা পৌঁছে দেয়াতেও কি প্রতিদান রয়েছে?**[১]

**উত্তর:** জি হ্যাঁ! রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় আল্লাহ পাক রুটির একটি গ্রাস বা একটি খেজুর অথবা এর ন্যায় কিছু মিসকিনের উপকারী জিনিসের কারণে তিন শ্রেণির লোকদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন: (১) ঐ ব্যক্তি, যে সদকার নির্দেশ দিয়েছে (২) ঐ স্ত্রী, যে এই গ্রাস প্রস্তুত করেছে (৩) ঐ খাদেম, যে এই সদকা মিসকিনদের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি আমাদের খাদেমদেরও বঞ্চিত করেন না। **(মু'জামু আওসাত, ৪/৮৯, হাদীস: ৫৩০৯)** অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে: সদকা

১. এই প্রশ্নটি আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ থেকে করা হয়েছে আর এর উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদান করেছেন।



www.dawateislami.net

যদিওবা ৭০ হাজার হাত দিয়েও অতিবাহিত হয় তবুও শেষ ব্যক্তির প্রতিদান প্রথম সদকাকারীর প্রতিদানের ন্যায় হবে।

(মাকারিমুল আখলাক লিতাবরানী, ৩৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৬) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র: ৬/৩৮৮)

**প্রশ্ন: পিতামাতা ও অন্যান্য মরহুমদের নামে কি কাপড় বা প্লেট খয়রাত করতে পারবে?**

**উত্তর:** কাপড় ও প্লেট খয়রাত করতে পারবে। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৯/৫৯৭) অবশ্য তা খয়রাত করাকে যেনো ফরয বা ওয়াজিব মনে করা না হয়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৮/১৮৭)

**প্রশ্ন: পিতা কি তার সন্তানকে সদকা দিতে পারবে?**

**উত্তর:** পিতা তার সন্তানকে যাকাত এবং ফিতরা দিতে পারবে না (রদ্দুল মুহতার, ৩/৩৪৪) অবশ্য উপহার দিতে পারবে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৭/২৩৬)

**প্রশ্ন: আমি আমার সন্তানের আকিকা করার পরিবর্তে সেই পশুর মূল্য কোন কল্যাণমূলক সংগঠনকে দিতে পারবো?**

**উত্তর:** এটার অনুমতি হলে তবে এরপর বলবে কুরবানী করার পরিবর্তে কুরবানীর পশু বা এর মূল্য কোন গরীবকে দিয়ে দিই, হজ্জ করার পরিবর্তে কাউকে টাকা দিয়ে দিই, অতঃপর মসজিদও না বানিয়ে গরীবকে টাকা দিয়ে দিই, এমনটি হবে না, শরীয়ত যেই পদ্ধতি বলে দিয়েছে সেটাই করতে হবে। একটা ছাগল তো দশ পনের হাজার টাকায় এখন পাওয়া যায়, তা দিয়ে গরীবের কী হবে, ঘরে ডেকোরেশনের যেসব জিনিসপত্র রয়েছে সেগুলো আর দুই এক সেট সোফা বিক্রি করে গরীবকে দিন, ঘরে ১০টি কক্ষ রয়েছে, তো একটি করে গরীবদের দিয়ে দিন যাতে গরীবদেরও কিছু কাজে



www.dawateislami.net

আসে। যাইহোক আকিকা করলে তবে এতে কুরবানীর পশুর শর্ত অনুযায়ী পশুই জবাই করতে হবে, তখনই এই মুস্তাহাব আদায় হবে। আকিকা করা মুস্তাহাব, যদি কেউ না করে তবে গুনাহ হবে না। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৫৫-৩৫৭) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৭/১৬)

**প্রশ্ন: মৃত মানুষের পক্ষ থেকেও কি সদকা করা যাবে?**

**উত্তর:** জি হ্যাঁ! মৃত মানুষের পক্ষ থেকেও সদকা করা যাবে, এটা তাদের জন্য ইসালে সাওয়াব হবে, যেমন; পিতা, দাদাজান ইত্যাদির ইসালে সাওয়াবের জন্য সদকা করলো অথবা প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সাওয়াবের উপহার পাঠানোর জন্য গরীবদের সাহায্য করলো যে, এই সাহায্য নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামে করছি অথবা গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নামে করছি। আর এভাবে ইসালে সাওয়াব করা জায়িয।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/২০৫)



www.dawateislami.net

# সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ

اَلْحَمْدُلِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত আলহাজ্ব আবু উসাইদ উবাইদ রযা মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِى এর পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি পুস্তিকা পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। مَاشَاءَاللهُ الْكَرِيْم! লাখো ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই পুস্তিকা পড়ে বা শুনে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়ার ভাগিদার হয়ে থাকে। এই পুস্তিকাটি অডিওতে দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net অথবা Read and listen Islamic book অ্যাপ্লিকেশন থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করা যাবে। সাওয়াবের নিয়্যতে নিজে পড়ুন এবং নিজের মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের জন্য বন্টন করুন।

**(সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ)**

## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা


হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭১৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net